মহালয়া সম্পর্কে কিছু কথা

মহুয়া ঘোষাল, দুর্গাপুর ঃ মহালয়া। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চণ্ডীপাঠ কাকভোরে শোনা। এখানেই শেষ নয় মহালয়ার গুরুত্ব। পিতৃহীন ব্যক্তি এই দিন পিতার উদ্দেশ্যে নাভি পর্যন্ত জলের নিচে দাঁড়িয়ে তর্পণ করেন। 'ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।' কেন এই তর্পণ? হিন্দুশাস্ত্র কি বলছে? চলুন দেখা যাক। অমাবস্যা কি? মহালয়া হয় অমাবস্যার দিনে। পুরাণ অনুসারে অষ্টবসুর এক বসুর নাম অমাবসু। অমাবসু প্রচণ্ড সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে এই তিথিকে অমাবসুর নামে নামান্কিত করে তাঁকে স্মরণ করা হয় আর এই তিথিকে বলা হয় অমাবস্যা। মহালয়া কি? হিন্দুশাস্ত্র মতে এই দিনে মৃত ব্যক্তিদের আত্মাকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই কারণে একে বলা হয় মহালয়। আর তার থেকেই এসেছে মহালয়া।

তর্পণ কি? তর্পণ কথাটি এসেছে তৃপ শব্দ থেকে। তৃপ শব্দের অর্থ অপরকে সন্তুষ্ট করা। যে কাজ করলে অপরে তৃপ্ত হয় তাকে তর্পণ বলে। পিতৃপক্ষ কি? মহাভারতে ফিরতে হবে। কর্ণ মারা যাবার পরে স্বর্গে যান। সেখানে তাঁকে খেতে দেওয়া হয় সোনাদানা, ধনরত্ন। কর্ণ অবাক হয়ে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করেন, এরকম ব্যবহার তাঁর সাথে করা হচ্ছে কেন? ইন্দ্র বলেন, তিনি দানধ্যান করেছেন সারাজীবন কিন্তু তা শুধুই ধনরত্ন। কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বপুরুষকে জল পর্যন্ত দেন নি। এটাই তাঁর পাপ। কর্ণ বলেন, যুদ্ধের আগের দিন তাঁর পিতৃপরিচয় তিনি জানতে পারেন আর তারপরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তর্পণের সময় পান নি তাই তর্পণ করা হয় নি তাঁর পক্ষে। ইন্দ্র বুঝতে পারলেন কর্ণ পাপী নয়। ইন্দ্র তাঁকে ১৬ দিনের জন্য মর্ত্যে পাঠালেন। এই ১৬ দিন কর্ণ পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে ফিরে গেলেন স্বর্গে। আর এই ১৬ দিনকে বলা হয় পিতৃপক্ষ। পিতৃলোক কি? হিন্দু পুরাণ মতে, কোন পরিবারের তিন পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোকে থাকে। আসলে মৃত ব্যক্তির আত্মা থাকেন এই যমলোকে। পিতৃলোক স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝে অবস্থিত। পরবর্তী প্রজন্মের একজনের মৃত্যু হলে তিনি পূর্ববর্তী প্রজন্মের এক আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যান। এইভাবে চলতে থাকে যমালয়। যিনি স্বর্গে উঠে যান তাঁর আত্মার জন্য আর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রয়োজন হয় না। সূর্য যখন কন্যারাশিতে আসে তখন শুরু হয় পিতৃপক্ষ। এই সময় পূর্বপুরুষেরা পিতৃলোক ছেড়ে উত্তরপুরুষদের গৃহে অবস্থান করেন। সূর্য যখন বৃশ্চিকরাশিতে আসে তাঁরা পিতৃলোকে ফিরে যান। নাভি পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে তর্পণকারী প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। তার পর দেবতা, যক্ষ, নাগ, বিদ্যাধরদের তৃপ্তিলাভের জন্য জলদান করেন। তারপর আদি মানবের পালা। এঁদের মধ্যে সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল ইত্যাদি রয়েছেন। এরপর হয় ঋষিতর্পণ। ব্রহ্মার মানসপুত্রদের তৃপ্তিলাভের জন্য। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেত, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদকে তর্পণের মাধ্যমে জলদান করা হয়। এরপর পিতৃকুল ও মাতৃকুলকে জলদান করা হয়। নিজ পিতার স্তুতি দিয়ে শেষ হয় মহালয়ার তর্পণ।

লরির ধাক্কায় মৃত তিন যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ মোটরসাইকেলের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত তিন যুবক। উত্তেজিত জনতা কিছুক্ষণ রাস্তায় বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, অনিয়ন্ত্রিতভাবে লরি চলাচলের জন্যই এই ঘটনা। পুলিশ জানায়, কুলটি থেকে আসানসোলের দিকে একটি মোটর সাইকেলে তিনজন যুবক আসছিলেন। অন্যদিকে নিয়ামত পুর থেকে বরাকরের দিকে লরিটি যাচ্ছিল। সেসময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে কুলটি নিউ রোডের কাছে তিনজন মোটরসাইকেল আরোহী লুটিয়ে পড়েন।

তাঁদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

নদীয়া জেলায় জলতরঙ্গ খেলার সমাপ্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ নদীয়া জেলা পুলিশ আয়োজিত জলতরঙ্গ খেলার মহকুমা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা শেষ হল রবিবার। শ্যামনগর মাঠে ফুটবল, ভলিবল ও কাবাডি প্রতিযোগিতায় ছটি থানার বিভিন্ন দল অংশগ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে থানার স্পোর্টস্ অ্যান্ড কালচারাল অরগানাইজেশন করিমপুর থানার মহিষাবান বিনয়-বাদল-দীনেশ ক্লাবকে পয়েন্টের ভিত্তিতে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ভলিবলে শ্যামনগর নবীন সংঘ মুরুটিয়া থানার রশিদপুর নজরুল স্মৃতি সংঘকে হারায়। কাবাডি প্রতিযোগিতায় করিমপুর থানার মালিয়ানতলা বিদ্রোহী ক্লাব, নারায়ানপুর থানা পাড়া যুবগোষ্ঠী কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলা জোরে এলাকায় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল কর্মীদের মধ্যে।

তাঁতিদের টাকা না দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ তাঁতিদের কাছ থেকে শাড়ি কিনে টাকা না দেওয়ার অভিযোগে নাদনঘাট থানার পুলিশ দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ধৃতদের নাম হল অভিজিৎ শীল ও জয়দেব শীল। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নশরত পুর পঞ্চায়েতের সিদ্ধিপাড়ার বাসিন্দা। জয়দেব শীল পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন যে, এলাকার শীল পরিবারের ৫ সদস্য তাঁর কাছ থেকে চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এবং এলাকার অন্যান্যদের কাছ থেকে ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার শাড়ি কিনেছে। কিন্তু টাকা শোধ করতে চাইছেন না তারা, তাই ওই পাঁচজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন তাঁতিরা। সঙ্গে কোন তাঁতির কত টাকা পাওনা তার তালিকাও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবার ধৃতদের কাল আদালতে তোলা হলে পুলিশ তিন দিনের হেফাজত নিয়েছে আদালত থেকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুজোর মুখে তাঁতিরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নবদ্বীপে সারাদিনব্যাপী মধ্যবাংলা কবিতা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ রবিবার সারাদিনব্যাপী চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহরের বকুলতলা প্রাক্তনী ভবনশ্রী চৈতন্য সেমিনার হল ঘরে মধ্য বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধক ছিলেন নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শান্তিরঞ্জন দেব। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট গবেষক সর্বজিৎ যশ ও বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। এছাড়াও মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন ত্রিলোচন ভট্টাচার্য, তারক দেবনাথ, আনন্দ গোপাল গোস্বামী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজসেবী বিভাস বিশ্বাস, সুব্রত ভট্টাচার্য, নবদ্বীপ বইমেলা কমিটির সভাপতি প্রবীর বসু, বৃক্ষপ্রেমী তরুদি ইন্দ্রানী দাশ, শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। বাংলার রাইটার্স ফোরামের উদ্যোগে এই মধ্য বাংলা কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা উৎসবের চেয়ারপার্সন সিরাজুল ইসলাম সংক্ষিপ্ত আকারে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। এই কবিতা উৎসবে মধ্য বাংলা কবিতা উৎসব সংখ্যা লেখালেখি, সাহিত্য পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উদ্বোধক শান্তিরঞ্জন দেব। এছাড়াও বাঁকুড়া থেকে ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য ও দীপেন ঢ্যাং, সম্পাদক হিসাবে দীপ্তি শারদীয়া সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এই কবিতা উৎসবে। উদ্বোধন করেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও সাথে ছিলেন গবেষক সর্বজিৎ যশ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন, মঞ্জু আচার্য, শ্রেয়ান রায়, রুমা রায় ও লিটন দাশ। কবিতা উৎসবে শতাধিক কবির উপরে উপস্থিতি ছিল। উদ্বোধক শান্তিরঞ্জন দেব, বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও সাধারণ সম্পাদক শ্যামল রায় কবিতা উৎসবের প্রয়োজনীয়তা ও কবিদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বক্তব্য তুলে ধরেন। উল্লেখযোগ্য কবিদের তালিকায় ছিলেন হরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শচীদুলাল পাল, সুদেব চক্রবর্তী, মনীষা দে, ছবি সুচেতা বকশি, প্রণব সাহা, মায়ারানী সাহা, মানিকচন্দ্র বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস, শ্যামল দেবনাথ, অশোক দত্ত, অলক কুমার দত্ত, মণিকা চক্রবর্তী, সাগ্নিক মন্ডল, শিউলি সরকার, রবীন্দ্র কুমার হালদার, সমীর কুমার বেতাল, রতন কুমার বোস, মায় চিকাদার, শ্রীময়ী দাস, চৈতন্য দাস, উদিত কুমার বিশ্বাস, চপল কুমার বিশ্বাস, শিবকুমার বসু, নব কুমার সরকার, সজল বসু রায়, শ্যামাপদ দাস, দিবেন্দু সাহা, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রং, নিমাইচন্দ্র বিশ্বাস, মোনালিসা মন্ডল, হকউদ্দিন মন্ডল, শঙ্কর ঘোষ, গৌরী চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ দাস, বুমা রায়, অর্দ্ধেন্দু কুমার ভাদুরি, সঞ্জীব চন্দ্র বসাক, তপতী নন্দি, গৌতম ঘোষ, রমা দেবনাথ, প্রবীর দেবনাথ, তাপস খাঁ, দেবাশিষ অধিকারী, সুলগ্না ব্যানার্জী, চিন্ময়ী ভট্টাচার্য, বিপ্লব মন্ডল, কবি শিবশঙ্কর বকশি, নবকুমার সরকার, মানিকচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। কবিতা উৎসবে বাংলার রাইটার্স ফোরামের রাজ্য সম্পাদক শ্যামল রায় বলেন যে, লেখক লেখিকাদের সাথে পত্রিকার সম্পাদকদের একটা মেলবন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের কবিতা উৎসবের আয়োজন। অনেকেই আছেন কবিতা লিখছেন, তাঁরা কোথায় প্রকাশ করবেন, কিভাবে করবেন এর অনেক তথ্যই অজানা থাকে তাই সকল কবিদের মধ্যে একটা আদান-প্রদান করার ক্ষেত্রে ভূমি তৈরি করার জন্যই এই ধরণের কবিতা উৎসব। কবিতা উৎসবে সুন্দর আবৃত্তি করে শোনান শিউলি সরকার, মণিকা চক্রবর্তী ও পুরবী রায়।

মধ্যবাংলা কবিতা উৎসবে সংবর্ধিত হন গবেষক শান্তিরঞ্জন দেব, সর্বজিৎ যশ, কবি শিবশঙ্কর বকশি, আব্দুল কুদ্দুস মল্লিক, ফণিভূষণ হালদার, মানিকচন্দ্র বিশ্বাস, সুলগ্না ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ হালদার, নবকুমার সরকার ও অনিমেষ রায়, আনন্দ গোপাল গোস্বামী, সুব্রত ভট্টাচার্য, ত্রিলোচন ভট্টাচার্য, ঝুমা রায়, শৈলেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন পুরবী রায় ও শ্যামল রায়।

ডাকাত তাড়াতে গিয়ে গুলিতে আহত সহকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ বন্ধ কর্পোরেট ইস্পাত কারখানায় চুরির জন্য দুষ্কৃতীরা হানা দিলে এক গানম্যান নিরাপত্তা রক্ষী আচমকাই গুলি চালিয়ে দেন। গুলি দুষ্কৃতীদের শরীরে লাগার পরিবর্তে নিরাপত্তা রক্ষীর এক সাথীর হাতে লাগে। আহত নিরাপত্তা রক্ষীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও কারখানা কর্তৃপক্ষ গুলি চালানোর কথা অস্বীকার করেছে। কর্পোরেট ইস্পাত কারখানায় দুষ্কৃতীরা হানা দিলে গানম্যান রাজীব ঘোষ আচমকাই গুলি চালিয়ে দেয় দুষ্কৃতীদের উদ্দেশ্যে। গুলি লাগে আর এক নিরাপত্তা রক্ষী সঞ্জীব সিং-এর হাতে। অন্য নিরাপত্তা রক্ষীদের কাছে জানা গিয়েছে রাজীবের লাইসেন্স থাকলেও সে বন্দুক ভাল চালাতে না জানার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে। সঞ্জীবের হাতে অস্ত্রপ্রচার হয়েছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্য দাবি করেছে, সঞ্জীব দুষ্কৃতীদের আটকাতে কারখানার উপরে ওঠে কিন্তু পড়ে যাওয়ায় গুরুতর আহত হয়েছে।

গোপালমাঠে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ দেবীর বোধন হোক স্বেচ্ছায় রক্তদানের অঙ্গীকারে। সোমবার গোপাল মাঠ ধুনরা পল্টের সুকান্ত স্মৃতি সংঘের উদ্যোগে এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। মোট ১৫ জন রক্তদান করেন। শিবির শুরুর আগে আমাদের অন্যতম প্রিয় সংগঠক ও নিয়মিত রক্তদাতা অর্পণ দে-র অকাল প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করে নীরবতা পালন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী আইয়ুব আনসারী, সমাজসেবী রাহুল সামন্ত, সুলতা দাস, রূপেন নন্দন, চিরঞ্জী বিশ্বাস প্রমুখ। দুর্গাপুর মহকুমা ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সহকারি সাধারণ সম্পাদক রাজেশ পালিত উদ্যোক্তাদের, সকল রক্তদাতাদের এবং মহকুমা হাসপাতাল মেডিকেল টিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ইংরাজি মাধ্যম স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ সোমবার মহালয়ার দিন পূর্বস্থলী ১ ব্লকের চাঁদপুর বৈশাখী সোসাইটির অন্তর্গত বৈশাখী শিশু নিকেতন নামে একটি ইংরেজি মাধ্যম নার্সারি বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হল। এদিন ২৪তম বৈশাখী শিশু নিকেতন ইংরাজি মাধ্যম নার্সারি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ-সহ নাচ গান আবৃত্তি ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ছিলেন বিদ্যানগর গয়ারামদাস বিদ্যামন্দির বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী বিভাস বিশ্বাস। বিভাস বিশ্বাস বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, এই নার্সারি বিদ্যালয়টি ধীরে ধীরে এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমশই ভালো ফলাফলের কারণে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। সেই সাথে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়কে টপকে এই বিদ্যালয়ের সুনাম ক্রমেই বাড়ছে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিচালন কমিটির সভাপতি সুজিত আচার্য, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পুবালী সাহা, পরিচালন কমিটির সম্পাদক দীপক সাঁতরা-সহ অনেকে। এই ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে যে, ১৯৯৪ সালে বিশিষ্ট চিকিৎসক বিমান রায়চৌধুরী ও শিক্ষাবিদ দেবাশীষ নাগের উদ্যোগে বৈশাখী শিশু নিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ১০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই নার্সারি বিদ্যালয়টি যাত্রাপথ শুরু করে। এদিন পাঁচ শতাধিকের উপরে ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বাৎসরিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা। বিদ্যালয়ের কচিকাচা ছাত্রছাত্রীরাও তাদের আবৃত্তি, নাচ, গান পরিবেশন করে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন শিক্ষক কাঞ্চন আচার্য।

আদিবাসীদের ফুটবল নিয়ে মেতে উঠল এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মঙ্গলকোট ব্লকের আদিবাসী সুসৌর গাঁওতা কমিটির পরিচালনায় এবং মঙ্গলকোট থানার সক্রিয় সহযোগিতায় গণপুর ফুটবল মহদানে দুদিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা হল। মঙ্গলকোট ছাড়াও আউসগ্রাম, ভাতার ও বীরভূমের কয়েকটি টিম-সহ মোট ১৬টি আদিবাসী টিম এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চূড়ান্ত খেলাটি দেখলগঞ্জ আদিবাসী ক্লাব ও শিয়ালডাঙা আদিবাসী ক্লাবের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। টাইব্রেকারে দেখলগঞ্জ আদিবাসী ক্লাব ৫-৪ গোলে জয়লাভ করে। আদিবাসী নেতা সুনীল সোরেন বলেন, মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবকদের খেলার প্রতি আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তাঁদের এই উদ্যোগ। মঙ্গলকোট থানার ওসি প্রসেনজিৎ দত্ত জানালেন, সপদংশন, বাল্যবিবাহ-সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আদিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এই প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্দেশ্য। বল নিয়ে জাগলিং এবং মাদল বাজানো উপস্থিত দর্শকদের অভিভূত করে। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে ভাল ফল করা স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের হাতে স্কুলের ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের নৃত্য প্রদর্শন দর্শকরা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট উন্মাদনা দেখা যায়। মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলের বার্নপুরের তিনটে দোকানে আগুন। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালায়। আগুনে ভস্মীভূত তিনটি দোকান ও একটি রিক্সা। স্থানীয়দের অনুমান, বাজির ফুলকি থেকে এই আগুন লেগেছে।

শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
আসুন আমরা সম্প্রীতির মেলবন্ধন গড়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠি
—ঃ দুর্গা পূজার সময় নির্ঘন্ট ঃ—
মহাষষ্ঠী
২৮শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৫ই অক্টোবর, ২০১৮) সোমবার ঃ ৮/৩০ গতে ৮/৫৬ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভ দেবী আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
মহাসপ্তমী
২৯শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৬ই অক্টোবর, ৭৩১৮) মঙ্গলবার ঃ পূর্বাহ্ন ৯/২৮ সপ্তমী দিবা ৯০/৩২ পর্যন্ত শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গা পূজা।
মহাষ্টমী
৩০শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৭ই অক্টোবর, ২০১৮) বুধবার ঃ ৮/৩১ মধ্যে শারদীয়া দুর্গাদেবীর মহাষ্টমীর কল্পারম্ভণ পুজা প্রশস্তা। দিবা ১২/৩ গতে সন্ধিপুজো আরম্ভ। দিবা ১২/২৭ গতে বলিদান। দিবা ১২/৫১ মধ্যে সন্ধিপুজা সমাপণ।
মহানবমী
৩১শে আশ্বিন ১৪২৫, (ইং- ১৮ই অক্টোবর, ২০১৮) বৃহস্পতিবার ঃ মহানবমী দিবা ২/৩২ পর্যন্ত মহানবমীর কল্পারম্ভ ও পুজা প্রশস্থ।
বিজয়াদশমী
১লা কার্তিক ১৪২৫, (ইং- ১৯শে অক্টোবর, ২০১৮) শুক্রবার ঃ পূর্বাহ্ন ৯/২৮ দশমী অপরাহ্ন ৪।৩৭ পর্যন্ত। দিবা ৮/৩১ মধ্যে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর দশমী বিহিত পুজা সমাপনান্তে বিসর্জ্জন প্রশস্তা।
সৌজন্যে ঃ-
ইন্দাস থানা
ইন্দাস ● বাঁকুড়া
SAFE DRIVE SAVE LIFE

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
রোগী দেখছেন ঃ- স্পন্দন হেলথ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Ph: 9609538713, 9775781615, 03211- 255 222